www.icb.gov.bd

আইসিবি পরিক্রমা

সাম্প্রতিক
আইসিবি সমাচার
অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি
পুঁজিবাজার পর্যালোচনা
মুদ্রাবাজার পর্যালোচনা
পাঠশালা
অভিব্যক্তি

সংখ্যা ০৮ | ডিসেম্বর ২০১৫, পৌষ ১৪২২ | ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ
INVESTMENT CORPORATION OF BANGLADESH

ICB: The Trend Setter in the Capital Market

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের পণ্য ও সেবাসমূহ

পুঁজিবাজার বিষয়ক

- ইক্যুইটি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং প্লেসমেন্ট শেয়ার-এর বিপরীতে অগ্রিম/বিনিয়োগ;
- শেয়ার পুনঃক্রয়ের বিপরীতে অগ্রিম;
- ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট, এএমসিএল ইউনিট এবং বাংলাদেশ ফান্ড ইউনিট সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম;
- মার্চেন্ডাইজিং কার্যক্রম;
- সম্পদ ব্যবস্থাপনা;
- ইস্যু ম্যানেজমেন্ট;
- আন্ডাররাইটিং;
- ব্রোকারেজ সেবাসমূহ;
- ডিপি (ফুল সার্ভিস) সেবাসমূহ;
- মার্জার এবং এক্যুইজিশন;
- ট্রাস্টি ও কাস্টোডিয়ান;
- পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনা;
- প্রেফারেন্স শেয়ার বিনিয়োগ;
- স্টক মার্কেট লেনদেন;
- ডিবেঞ্চার ফাইন্যান্সিং;
- লিজ ফাইন্যান্সিং;
- ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিং।

মুদ্রাবাজার বিষয়ক

- সাবঅর্ডিনেটেড বন্ড, জিরো কুপন বন্ড, টার্ম ডিপোজিট রিসিট;
- ব্যাংক গ্যারান্টি;
- কর্পোরেট ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস।

সরকারের এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন

- ইক্যুইটি এন্ড এন্ট্রাপ্রেনরশিপ ফান্ড;
- রাষ্ট্র মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার অফলোডিং;
- ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম।

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদ

উপদেষ্টামণ্ডলীর সভাপতি

প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

উপদেষ্টামণ্ডলী

মুহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ শফিকুল ইসলাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

এস, এম, মনিরুজ্জামান
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোহাম্মদ জালালউদ্দিন
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

প্রদীপ কুমার দত্ত
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সৈয়দ আবদুল হামিদ
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মোঃ আবদুস সালাম
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

মিজ্ শামীম আক্তার
পরিচালক, আইসিবি পরিচালনা বোর্ড

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক

মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী

মোঃ আফজালুল বাসার
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মোঃ আবুল হোসেন
মহাব্যবস্থাপক

নাসির উদ্দিন আহম্মদ
মহাব্যবস্থাপক

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন
মহাব্যবস্থাপক

শুক্লা দাশ
উপ-মহাব্যবস্থাপক

মাজেদা খাতুন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

প্রকাশনায়
প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
আইসিবি প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ১০০০
ওয়েবসাইট : www.icb.gov.bd ই-মেইল : info@icb.gov.bd, icb@agni.com

সূ | চি

সম্পাদকীয় ৩

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সমাচার ৪-৫

পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক যাত্রা: বিজয়ের মাসেই আরেক বিজয়
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

আইসিবি সমাচার ৬-১১

কর্পোরেশনের নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আইসিবির বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে মহাব্যবস্থাপক মহোদয়বৃন্দের বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আইসিবির সাথে আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক

মহান বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

আইসিবির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

আইসিবির শাখা ব্যবস্থাপকগণের ২৫ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা

দ্বিতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৫

আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

আইসিবি পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের নিট সম্পদমূল্য ও বাজারমূল্য

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি. পরিচালিত মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের আর্থিক বিশ্লেষণ

যোগদান ১২

অবসর গ্রহণ ১২

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ১৩

পুঁজিবাজার পর্যালোচনা ১৪-১৬

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যতীত) ডিসেম্বর, ২০১৫

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যতীত), ডিসেম্বর ২০১৫

এনএভি-এর ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ মিউচ্যুয়াল ফান্ড

তালিকাভুক্ত ৫টি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

নাসদাক প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর

বিএসইসি এবং এসইবিআই এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মুদ্রাবাজার পর্যালোচনা ১৭

পাঠশালা ১৭-১৮

Introduction to Economics – Part 1

অভিব্যক্তি ১৮-২১

নিশ্চল মুদ্রাস্ফীতি (Stagflation)

একটি নিম গাছ

ডিজিটাল লাইব্রেরি : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

ইয়াংস্টারস্ ২১

Give it a Name

সম্পাদকীয়

আইসিবি তাঁর সূচনালগ্ন হতে পুঁজিবাজারে উদ্ভূত নানাবিধ সঙ্কট ও চ্যালেঞ্জসমূহ সুবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে মোকাবিলা করে ক্রমবর্ধমান হারে অবদান রেখে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আরও একটি সফল বছরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আইসিবি তার প্রতিষ্ঠার ৪০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। বিগত ২৬ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার মালিকদের উপস্থিতিতে আইসিবির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা সম্পন্ন হয়। কর্পোরেশনের সাফল্যের অগ্রযাত্রা সম্পর্কিত শেয়ার-হোল্ডারদের আশাব্যঞ্জক বক্তব্য আইসিবির সামনের দিকের পথচলাকে আরও বেগবান, ফলপ্রসূ ও সুদৃঢ় করবে বলে প্রতীয়মান হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আইসিবির রেকর্ড পরিমাণ নিট আয় ৪৩৯.৩৬ কোটি টাকা অর্জন কর্পোরেশনের জন্য আরেকটি মাইলফলক। উল্লেখ্য, কর্পোরেশন ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শেয়ার মালিকগণের জন্য ৩৫% নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করে যা আলোচ্য বছরে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঘোষিত লভ্যাংশের মধ্যে নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয় ও সন্তোষজনক। এছাড়া, সাধারণ সভায় উপস্থিত শেয়ার মালিকগণের কর্পোরেশন সম্পর্কিত পরামর্শমূলক বক্তব্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও উচ্চতর আশা-আকাঙ্ক্ষা কর্পোরেশনের উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আশা করা যায়।

পরিবর্তনশীল বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মানদণ্ড হল অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দৃঢ়, টেকসই ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠন ও রক্ষণ। অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিশেষ করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, সড়ক, সেতু, পর্যটন খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে পুঁজিবাজার মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বিকল্প অর্থায়নের ক্ষেত্র হিসেবে পুঁজিবাজার থেকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে কিংবা বন্ড ও সিকিউরিটিজের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে। গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদ্মা সেতুর মূল কাঠামোগত কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশের সার্বিক জিডিপির প্রবৃদ্ধি প্রায় ০.৫৬% বৃদ্ধি পাবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে ১.৭ শতাংশ। এর ফলে জাতীয় ভাবে প্রায় ০.৮ শতাংশ ও স্থানীয়ভাবে প্রায় ১ শতাংশ দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। অপটিক্যাল ফাইবার, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ লাইন স্থাপন বাবদ প্রায় ২৭১ মিলিয়ন ডলার খরচ কমবে। পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষের জীবনযাত্রার মানোয়ন্নসহ সার্বিকভাবে দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। পুঁজিবাজার হতে সেতু প্রকল্পের জন্য অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আইসিবি সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্তির মহান বিজয়ের এই মাসে আইসিবি সশ্রদ্ধ চিত্তে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী লাখো শহীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছে, যাঁদের প্রাণের বিনিময়ে লাল সবুজের পতাকার এক সার্বভৌম অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। স্বাধীনতার গৌরবকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, পুঁজিবাজার গঠন এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নে আইসিবি অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও তার সরব পদচারণা অব্যাহত রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সমাচার

পদ্মা সেতুর আনুষ্ঠানিক যাত্রাঃ বিজয়ের মাসেই আরেক বিজয়

বিশ্ব অর্থনীতির প্রথম সারিতে জায়গা করে নিতে বাংলাদেশে বহুমুখী অর্থনীতির বিকাশে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ নিঃসন্দেহে একটি সাহসী ও তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বহুল প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতুর উদ্বোধন স্বাধীনতার পর সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম মাইলফলক। দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত পদ্মা সেতুর স্বপ্ন এখন বাস্তবে রূপ নিতে যাচ্ছে। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে পরনির্ভরশীলতা থেকে বেরিয়ে বাঙালি জাতি একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে পরিগণিত হবে যা বাংলাদেশের জনগণের জন্য নিঃসন্দেহে গৌরবের বিষয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের মূল কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের ২১টি জেলার মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। পদ্মা সেতুর মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার সরাসরি সড়ক যোগাযোগের ফলে এশিয়া ও এতদ্অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক যোগাযোগ, পণ্য পরিবহন, বন্দর সুবিধার পুরোপুরি সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ৬.১৫ কিলোমিটার সেতু প্রকল্পের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ২৮ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূল সেতুর জন্য ১২ হাজার ১ শত ৩৩ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। ২৫ মিটার প্রস্থের মোট ১২.১৬ কিলোমিটার সংযোগ সড়কের মধ্যে জাজিরা পয়েন্টে সাড়ে দশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৪ লেন বিশিষ্ট সংযোগ সড়কের কাজ চলছে দ্রুততার সঙ্গে। প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই সংযোগ সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করে তা সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সেতুর উপর ঢাকার গেন্ডারিয়া থেকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত ৮২.৩২ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রেলপথ নির্মাণে ১৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে রেল বিভাগ কর্তৃক ৩৬৫ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। জাজিরার নাওডোবায় সার্ভিস এরিয়া-২ এর অধীনে পদ্মা রিসোর্ট নির্মাণ করা হবে। এখানে ১টি মোটেল ম্যাস, ১টি রিসোর্ট, অভ্যর্থনাকেন্দ্র, ১টি সুপারভিশন অফিস ও ৩০টি ডুপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের দ্বিতল বিশিষ্ট সেতুটি নির্মিত হবে কংক্রিট আর স্টিল দিয়ে। পদ্মা সেতু ৪২টি পিলারের ওপর নির্মিত হবে। ১৫০ মিটার পরপর পিলার বসানো হবে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গত ১ মার্চ সেতুর টেস্ট পাইল বসানো শুরু হয়েছে। এছাড়া সেতু এলাকার অ্যালাইনমেন্টের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৩০ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ২৩ শতাংশ। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮ সালের ডিসেম্বরেই এর উদ্বোধন করা যাবে বলে আশা করা যায় এবং সে অনুযায়ী এগিয়ে চলেছে প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ। সেতুর সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ১.২ শতাংশ বাড়বে এবং প্রতিবছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র্য বিমোচন হবে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উন্মোচিত হবে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের অপার সম্ভাবনা। কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, বৈচিত্র্য আসবে শ্রমের গতিশীলতায়, বিকশিত হবে কৃষি ও শিল্পের, কমবে দারিদ্র্যের হার, বাড়বে কর্মসংস্থান। মানুষের যাতায়াতের সময় কমবে, পরিবহন ও রেল যোগাযোগ সহজ হওয়ার পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে। সব মিলিয়ে সেতুর উভয়পাশে বিকাশ ঘটবে সুষম অর্থনীতির। পদ্মার দুইপাড়ে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠিত হবে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হবে, গড়ে উঠবে নতুন স্যাটেলাইট শহর। উন্মোচিত হবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের নয়া দিগন্ত, বয়ে আনবে অর্থনৈতিক মুক্তি। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের সরকার ও তার জনগণ নতুন করে নিজেদের শক্তি ও ক্ষমতার বিষয়ে আরো বেশি আত্মপ্রত্যয়ী হবে যা পরোক্ষভাবে নিজেদেরকে একটি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাবে। আজ আর আবেগ প্রসূত বা নিছক অনুমানসিদ্ধ কোনো আশাবাদ নয় বরং বাস্তবতা এটাই যে, বাংলাদেশ একদিন বিশ্ব অর্থনীতির একটি অনুসরণীয় উন্নয়ন মডেলে রূপান্তরিত হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)

লক্ষ্য-১ঃ দারিদ্র্য বিমোচন

এটা সর্বজনবিদিত যে অর্থনৈতিকভাবে নাজুক ও ভঙ্গুর এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সংঘাত কবলিত দেশগুলোতে দারিদ্র্যের হার সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীতে এখনো ৮৩ কোটি ৬০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছে। দারিদ্র্য মানুষের জীবন-জীবিকায় ব্যাঘাত ঘটায়। ফলে ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণও বিঘ্নিত হয়, ক্ষুধা ও অপুষ্টির মাত্রা বেড়ে যায়। শিক্ষাসহ মৌলিক সেবাগুলো পাওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যায় এবং সামগ্রিক বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের পাশাপাশি সামাজিক ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে জাতিসংঘ কর্তৃক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থানের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্র দারিদ্র্যকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন অতীব গুরুত্বপূর্ণ:

- পৃথিবীর সর্বত্র চরম দারিদ্র্যকে একেবারে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে।
- দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলের সংখ্যা অর্ধেকের নিচে নামিয়ে আনতে হবে।
- দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা সকল মানুষের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মৌলিক সেবা, জমির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক সম্পদ, নতুন প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক সেবায় সমান অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা মানুষদের আর্থ-সামাজিক, জলবায়ু, পরিবেশগত বিপর্যয় ও দুর্যোগজনিত অভিঘাত থেকে রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দারিদ্র্য দূরীকরণমুখী ও নারী-পুরুষের সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন কৌশল ও সুসমন্বিত নীতি-কাঠামো প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- এসডিজি অর্জনের নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উৎস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করতে হবে।

লক্ষ্য-২: ক্ষুধা মুক্তি

দরিদ্র পরিবারের অধিকাংশ শিশু সুষম খাদ্যের অভাবে অপুষ্টির শিকার হয়, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। মূলত দারিদ্র্যের মূলে রয়েছে আয় বৈষম্য ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার অভাব। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার না হওয়ায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। যার ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দরিদ্র শিশু। তাই ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করা খুবই জরুরীঃ

- কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- দরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাতে তারা তাদের পরিবারের পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবারের চাহিদা পূরণ করতে সামর্থ্য হয়।
- প্রতিনিয়ত বাজার নিরীক্ষণের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা।
- জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত বিপর্যয় মোকাবিলার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুন করা।
- কৃষি বীজের গুণগত মানোন্নয়ন, মৎস ও পশুপালনের প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করা।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কৃষি খাতে উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ব্যাংক ঋণের নিশ্চয়তাসহ কৃষি বিষয়ক গবেষণা ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির সরবরাহ নিশ্চিত করা।

লক্ষ্য-৩: সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা

টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে সুস্বাস্থ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বিগত দুই দশকে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাণঘাতী রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার এবং প্রসূতি মা ও শিশুর মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, পোলিও এবং এইডস-এর মত রোগের বিস্তার প্রতিরোধে সাফল্য এলেও এসব রোগে মৃত্যু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। জাতিসংঘ সনদে এসব মৃত্যু বন্ধের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্বে এখন প্রতিবছর পাঁচ বছরের কম বয়সী ৬০ লাখ শিশু মারা যায়। বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় শিশু মৃত্যুর এ হার অনেক বেশি। ১৯৯০ সালের পর থেকে বিশ্বে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর হার ৫০ শতাংশ কমে এসেছে। উন্নয়নশীল দেশের ৫০ শতাংশ নারী প্রয়োজনীয় হারে চিকিৎসা সেবা পান। বিশ্বে বর্তমানে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ। আফ্রিকায় ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর প্রধান কারণই এইডস। বিশ্বব্যাপী সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর গুরুতারোপ করা জরুরী:

- জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট প্রভৃতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতেও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রকাশ/প্রচারের ব্যবস্থাকরণ;
- মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে মাদকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসাসেবা জোরদারকরণ;
- বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক তৈরিতে গবেষণা কার্যক্রমের সাহায্য সহযোগিতা বাড়ানো;
- স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- উন্নয়নশীল দেশগুলোসহ বিশ্বের সব দেশের স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঝুঁকি মোকাবিলার সামর্থ্য বাড়ানো;
- পৃথিবীর সবদেশে তামাকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উপর অধিকতর গুরুত্বারোপকরণ।

ক্রমশ ...

আইসিবি সমাচার

কর্পোরেশনের নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে ফুলেল শুভেচ্ছা

সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আইসিবির বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১২ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সাথে আইসিবির বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সচিব মহোদয়ের সাথে আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সাথে মহাব্যবস্থাপক মহোদয়বৃন্দের বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে জনাব মোঃ আবুল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক-এর স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মদ, মহাব্যবস্থাপক-এর স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সাথে জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক-এর স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আইসিবির সাথে আইসিবির সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক

আইসিবি এবং আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আইসিবি এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আইসিবি এবং আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিঃ এর মধ্যে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

মহান বিজয় দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ

মহান বিজয় দিবসে বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ

আইসিবির ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

৩৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং সদস্যবৃন্দ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ২৬ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে হোটেল পূর্বানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এ অনুষ্ঠিত হয়। আইসিবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এবং অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পূর্বের ন্যায় এবারও বিপুল সংখ্যক সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের উপস্থিতিতে মুখরিত হয়ে উঠে আইসিবির বার্ষিক সাধারণ সভা। সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ আইসিবির ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে কর্পোরেশনের অব্যাহত উন্নতির জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আইসিবি এককভাবে এবং সাবসিডিয়ারিসহ সম্মিলিতভাবে যথাক্রমে ৪০৬.৭৩ কোটি টাকা এবং ৪৩৯.৩৬ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে যা বিগত বছরের তুলনায় যথাক্রমে ২৭.৮৬ শতাংশ এবং ১৯.৩৪ শতাংশ বেশি। শেয়ারহোল্ডারগণ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য ৩৫% নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেন। ইতোপূর্বে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ইউনিট ফান্ড ও ৮টি মিউচ্যুয়াল ফান্ডে আকর্ষণীয় হারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়। যার মধ্যে আইসিবি ইউনিট ফান্ডে এযাবৎকালের সর্বোচ্চ ইউনিট প্রতি ৪২.৫০ টাকা নগদ লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে এবং ১ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড ১০০০% নগদ লভ্যাংশ প্রদান করেছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশে ঘোষিত তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ ও ফান্ডস এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নগদ লভ্যাংশ। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর্পোরেশন শেয়ার, বন্ড, ডিবেঞ্চার ও প্রেফারেন্স শেয়ার ক্রয় এবং লিজ অর্থায়নসহ বিভিন্ন খাতে মোট ২৭৬.৬৩ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার অঙ্গীকার করে এবং পুঁজিবাজারে মোট ৭৩৬৫.৫৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে যা পূর্ববর্তী বছরের ৫৭৫৭.২৯ কোটি টাকার তুলনায় ২৭.৯৪ শতাংশ বেশী। এছাড়া আলোচ্য অর্থ বছরে কর্পোরেশন ৩২০.০০ কোটি টাকার ২টি বন্ড ইস্যুর ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার করে । ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর্পোরেশন লভ্যাংশ, মার্জিন ঋণ, প্রকল্প ঋণসহ অন্যান্য ঋণ/অগ্রিম খাতে সর্বমোট ৭৮৭.৫৯ কোটি টাকা আদায় করেছে যা গত অর্থবছরের ৭৮২.৯৬ কোটি টাকার তুলনায় ০.৫৯ শতাংশ বেশি। আলোচ্য অর্থবছরে উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ-এ আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন পোর্টফোলিওতে মোট লেনদেনের পরিমাণ ছিল ১১,৯৮০.৫৫ কোটি টাকা। যা উভয় স্টক এক্সচেঞ্জের সংঘটিত মোট লেনদেনের ১,২১,৯৯৯.৯৫ কোটি টাকার প্রায় ৯.৯২ শতাংশ। আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ও ট্রাস্টি

কর্মকাণ্ডে আইসিবির অবস্থানে ছিল সর্বোচ্চ। আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে লক্ষণীয় গুণগত ও পরিমাণগত উন্নয়ন, শেয়ারবাজার বিপর্যয় পরবর্তী বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আইসিবির ভূমিকা শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়। শেয়ারবাজারের গভীরতা, স্থিতিশীলতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং তারল্য বজায় রাখার পাশাপাশি একটি সুদৃঢ় ও টেকসই পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। সভায় আইসিবি এবং এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং পেশাদারিত্বের ফলশ্রুতিতে অর্জিত অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করা হয় এবং ভবিষ্যতেও পুঁজিবাজারে আইসিবির ভূমিকা ও অবস্থান সুদৃঢ় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও আইসিবির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য শেয়ার হোল্ডার, বিএসইসি, অর্থ মন্ত্রণালয়সহ সকল স্টেকহোল্ডারগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

আইসিবির শাখা ব্যবস্থাপকগণের ২৫ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শাখা ব্যবস্থাপকগণের ২৫ তম সম্মেলনে আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মহাব্যবস্থাপকগণ এবং ৭টি শাখার ব্যবস্থাপকগণ ও প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক(অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান এর সভাপতিত্বে শাখা ব্যবস্থাপকগণের ২৫ তম সম্মেলন ২৭ ডিসেম্বর ২০১৫ FARS Hotel & Resort ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কর্পোরেশনের ৭টি শাখার ব্যবস্থাপকগণ ও প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন নির্বাহীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সম্মেলনে আইসিবির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা

১৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভায় কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন ও অ্যাকাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স)

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) পরিচালিত প্রথম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর জারীকৃত বিধিমালা অনুযায়ী স্কিমটি মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের বিষয়ে মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের এক বিশেষ সভা ১৮ নভেম্বর ২০১৫ তারিখ, রোজ বুধবার, হোটেল ৭১, বিজয় নগর, ১৭৬ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ট্রাস্টি কমিটির সদস্যবৃন্দসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউনিট মালিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইসিবির চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন) ও ট্রাস্টি কমিটির চেয়ারম্যান উপস্থিত ইউনিট মালিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত ইউনিট মালিকদের তিন চতুর্থাংশের বেশি স্কিমটিকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব সমর্থন করেন। চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবির প্রতি ইউনিট মালিকগণের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস বিশেষত আলোচ্য ফান্ডের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও তাঁরা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি), উভয় স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দ্বিতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভা

০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ইউনিট মালিকদের বিশেষ সভায় কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং মহাব্যবস্থাপক (অ্যাডমিন ও অ্যাকাউন্টস্ এন্ড ফাইন্যান্স)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর জারীকৃত বিধিমালা অনুযায়ী আইসিবি পরিচালিত দ্বিতীয় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ডকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিম এ রূপান্তরের বিষয়ে মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইউনিট মালিকদের এক বিশেষ সভা ০৯ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ, রোজ বুধবার, হোটেল পূর্বানী ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ১ দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ এ অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টি কমিটির সদস্যবৃন্দসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইউনিট মালিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় আইসিবি-র চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ট্রাস্টি কমিটির চেয়ারম্যান ইউনিট মালিকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সভায় উপস্থিত ইউনিট মালিকদের তিন চতুর্থাংশের বেশি স্কিমটিকে মেয়াদি থেকে বে-মেয়াদি স্কিমে রূপান্তরের পক্ষে প্রস্তাব সমর্থন করেন। চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আইসিবির প্রতি ইউনিট মালিকগণের অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস বিশেষত আলোচ্য ফান্ডের রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

মেধা, প্রজ্ঞা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি প্রশিক্ষিত ও সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গঠন করা আইসিবির উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। এ উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আইসিবি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনানুযায়ী নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ বিভিন্ন মেয়াদে দেশের বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমন- NAPD, BIBM, BICM, BIM, Rapport Bangladesh Ltd. এবং ICB এর নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। শিরোনামসহ নিচে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ফ্রেমবন্দী কিছু স্মৃতি ঃ

Entrepreneurship Development and EEF

Office Management

Risk Management

Practice of Integtrity & Prevention of Corruption

Investment Corporation of Bangladesh

Development of Creativity and Innovation

Portfolio Management and Security Analysis

'মানবীয় সম্পর্ক,যোগাযোগ এবং অফিস গাড়ী ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি'

Laws, Rules & Regulations Relating to ICB

প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ ও শৃঙ্খলা

ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য বিশেষ প্রণোদনা স্কিম

পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার ঘোষিত প্রণোদনা স্কিম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের ০৪ জুলাই ২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে পুঁজিবাজারে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল নামে ৯০০ কোটি টাকার একটি পৃথক তহবিল গঠন করা হয়েছে। আলোচ্য তহবিলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আইসিবিকে প্রদান করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য পরিচালনা বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বিশেষ তহবিল ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা হয়েছে। সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে শুধু প্রণোদনা প্যাকেজ প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ঋণ পুনঃতফসিলি-করণ অথবা নতুন ঋণ বিতরণ অথবা উভয়ের উদ্দেশ্যে মার্চেন্ট ব্যাংক ও স্টক ব্রোকারের মধ্যে আইসিবি উক্ত তহবিল হতে ঋণ বিতরণ করে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত মার্চেন্ট ব্যাংক ও ব্রোকারেজ হাউস হতে গৃহীত আবেদন, ঋণ মঞ্জুরি এবং বিতরণের বিবরণ নিম্নরূপ:

	আবেদন		মঞ্জুরি		বিতরণ		আদায়	
	সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	পরিমাণ (কোটি টাকায়)
মার্চেন্ট ব্যাংক	২৩	৪৬৩.১০	২২	৪৫৫.৬৪	১৮	৪২৩.৬৬	১৮	২০৪.৫০
ব্রোকারেজ হাউস	২৫	২৮০.০৭	২১	২২২.৫১	১৫	২১২.০৫	১৪	৭০.৩১
মোট	৪৮	৭৪৩.১৭	৪৩	৬৭৮.১৫	৩২	৬৩৫.৭১	৩২	১৯০.৮১

আইসিবি শেয়ারের বাজারদর (ডিএসই): অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৫

	প্রারম্ভিক	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	(টাকায়) সমাপনী
অক্টোবর	১৩৬.৫	১৩৯.০	১১৯.০	১৩০.২
নভেম্বর	১২৯.০	১৩৯.৬	১০৬.০	১১০.৩
ডিসেম্বর	১০৯.৩	১১১.৮	১০০.০	১০৬.৯

আইসিবি কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিমের সুদের হার

ঋণ ও অগ্রিমের ধরন	পরিবর্তিত সুদের হার (%) (কার্যকর হওয়ার তারিখ ০১ জুলাই ২০১৪)
বিনিয়োগ হিসাবে প্রদত্ত ঋণ (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)	১২.০০
ব্রিজিং লোন, ডিবেঞ্চার ক্রয়, অগ্রাধিকার শেয়ার, লিজ অর্থায়ন এবং কনজ্যুমার ক্রেডিট স্কিম	১৪.৫০
আইসিবি ইউনিট/এএমসিএল ইউনিট/ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেটের বিপরীতে অগ্রিম	১৪.০০

আইসিবি ও এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি পরিচালিত বে-মেয়াদি ফান্ডসমূহের সার্টিফিকেটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য

ফান্ডের নাম	শুরু হওয়ার তারিখ	অভিহিত মূল্য (টাকা)	বিক্রয় মূল্য (টাকা)	পুনঃক্রয়মূল্য (টাকা)	কার্যকর হওয়ার তারিখ
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১০ এপ্রিল ১৯৮১	১০০.০০	-	২৪০.০০	২৭ ডিসেম্বর ২০১৫
আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড	২১ জুন ২০০৩	১০০.০০	২৩৫.০০	২৩০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫
আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডারস্ ইউনিট ফান্ড	১৮ অক্টোবর ২০০৪	১০০.০০	১৮৫.০০	১৮০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫
বাংলাদেশ ফান্ড	১০ অক্টোবর ২০১১	১০০.০০	১০৩.০০	১০০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫
আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড	২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪	১০.০০	১০.৩০	১০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫
আইসিবি এএমসিএল ইসলামিক ইউনিট ফান্ড	১৭ মে ২০১৫	১০.০০	১০.৩০	১০.০০	০২ আগষ্ট ২০১৫

আইসিবি পরিচালিত মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের নিট সম্পদমূল্য ও বাজারমূল্য

আইসিবি পরিচালিত ৬টি মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ড-এর নিট সম্পদ মূল্য নিম্নরূপ:

ফান্ডের নাম	ফান্ড সাইজ (কোটি টাকা)	শুরু হওয়ার তারিখ	শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদ মূল্য (টাকা) (২২ ডিসেম্বর ২০১৫)		বাজারদর (টাকা) (৩১ ডিসেম্বর ২০১৫)
			বাজারমূল্যে	ক্রয়মূল্যে	
৩য় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	১.০০	১৯ মে ১৯৮৫	৩৪৭.১৪	৮৮.৮৯	৩২১.৭
৪র্থ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	১.০০	৬ জুন ১৯৮৬	২৪৪.১১	৮০.৪৫	২৩৯.৩
৫ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	১.৫০	৮ জুন ১৯৮৭	২২৪.০৫	৬৬.৩১	২১২.৮
৬ষ্ঠ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৫.০০	১৬ মে ১৯৮৮	৪৮.৫৯	২৮.৫১	৬০.৩
৭ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৩.০০	৩০ জুন ১৯৯৫	৯৪.০৭	৪৩.৭৭	১১৫.০
৮ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৫.০০	২৩ জুলাই ১৯৯৬	৫৮.৪০	৩৫.৪৩	৭০.৭

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি. পরিচালিত মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের আর্থিক বিশ্লেষণ

আইসিবি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লি. পরিচালিত মেয়াদি মিউচ্যুয়াল ফান্ডসমূহের ২০১৪ ও ২০১৫ সালের শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য, বাজার মূল্য, নিট সম্পদ মূল্যের তুলনায় বাজার মূল্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং সর্বশেষ ইপিএস নিম্নে প্রদর্শিত হল

ফান্ডের নাম	শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (টাকা) (৩১ ডিসেম্বর ২০১৫)		শেয়ারপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (টাকা) (৩১ ডিসেম্বর ২০১৪)		বাজারমূল্য		নিট সম্পদ মূল্যের তুলনায় বাজার মূল্য (%)	
	বাজার মূল্য	ক্রয় মূল্য	বাজার মূল্য	ক্রয় মূল্য	৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	৩০ ডিসেম্বর ২০১৪	ডিসেম্বর ২০১৫	ডিসেম্বর ২০১৪
প্রাইম ব্যাংক ১ম আইসিবি এএমসিএল মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৮.১৩	১১.৪৯	৮.৪৫	১১.৫১	৪.৪	৪.৪	৫৪.১২	৫২.০৭
আইসিবি এমপ্লয়িজ প্রোভিডেন্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১	৭.৬০	১১.৮০	৮.৩৩	১১.৫৭	৫.৯	৪.৫	৭৭.৬৩	৫৪.০২
আইসিবি এএমসিএল ২য় মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৮.৩৭	১৩.০৪	১১.১৩	১৪.৭৩	৪.৪	৪.৬	৫২.৫৬	৪১.৩২
আইসিবি এএমসিএল ৩য় এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৭.৪৯	১১.৩৮	৭.৮৪	১১.২১	৪.৪	৪.৩	৫৪.৭৩	৫৪.৮৪
ফিনিক্স ফাইন্যান্স ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৭.৭৮	১১.৪৯	৭.৯৮	১১.৩৩	৪.১	৪.৭	৫২.৬৯	৫৮.৮৯
আইএফআইএল ইসলামিক মিউচ্যুয়াল ফান্ড-১	৯.৩০	১১.২০	৯.৭৭	১১.২২	৬.৩	৫.৭	৬৭.৭৪	৫৮.৩৪
আইসিবি এএমসিএল সোনালী ব্যাংক ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৮.৭৩	১০.৮৩	৯.৮৮	১০.৮৮	৫.৭	৬.৪	৬৫.২৯	৬৪.৭৭
আইসিবি এএমসিএল ২য় এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৮.৩৭	১৩.০৪	৮.৩৩	১২.৯৭	৮.০	৭.৮	৯৫.৫৭	৯৩.৬৩
আইসিবি এএমসিএল ১ম এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২১.৩৬	৩২.৪৫	২৫.০০	৩৩.৫৬	১৮.৭	২০.৯	৮৭.৫৪	৮৩.৬০
প্রাইম ফাইন্যান্স ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড	১০.৩৬	১৬.৩২	১১.৫৮	১৬.৭৯	১০.৫	১৪.৪	১০১.৩৫	১২৪.৩৫

* অক্টোবর ২০১৫-ডিসেম্বর ২০১৫ সূত্রঃ www.dsebd.org

যোগদান

নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা-এর ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০১.১৬-২৫ নম্বরযুক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক জনাব মোঃ ইফতিখার-উজ-জামান ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৮৩ সালের ০৪ অক্টোবর সিনিয়র অফিসার হিসেবে আইসিবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে আইসিবির গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি জনতা ব্যাংক লিঃ এ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমান পদে পদোন্নতির পূর্বে তিনি আইসিবির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

নবনিযুক্ত উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর অর্থ মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখা এর ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখের ৫৩.০০.০০০০.৩১২.১২.০০১.১৬-৩৭ নং প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জনাব মোঃ আফজালুল বাসার ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ১৯৮৩ সালের ০৭ জুন সিনিয়র অফিসার হিসেবে জনতা ব্যাংক লিঃ এ যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে জনতা ব্যাংক লিঃ এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমান পদে পদোন্নতির পূর্বে তিনি জনতা ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। জনাব মোঃ আফজালুল বাসার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ও অর্থনীতি সাবসিডিয়ারিসহ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি পেশাগত ও অন্যান্য কাজে ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও চীন ভ্রমণ করেছেন।

অবসর গ্রহণ

কর্মজীবনের সায়াহ্নে প্রতিবছর আইসিবি থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর প্রান্তিকে কর্পোরেশন থেকে ১৫.১০.২০১৫ তারিখে জনাব মাহমুদ মিজানুর রহমান, (উপ-মহাব্যবস্থাপক), ২৮.১১.২০১৫ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব (সহকারী মহাব্যবস্থাপক), ৩০.১১.২০১৫ তারিখে মিজ্ নাজমা সুলতানা (সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার), ৩১.১২.২০১৫ তারিখে মিজ্ রেহানা বেগম (সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার) এবং ০২.১১.২০১৫ তারিখে জনাব মোঃ আব্দুল জলিল সিকদার (সিনিয়র ডেসপাচার) অবসর গ্রহণ করেছেন। কর্মজীবনে তাঁরা সততা ও দক্ষতার মাধ্যমে শতভাগ পেশাদারিত্বের সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন। দায়িত্ব পালনকালে তাঁরা কর্পোরেশনের প্রতি যে কর্তব্য, নিষ্ঠা ও ভালবাসার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য কর্পোরেশন চিরকৃতজ্ঞ। কর্পোরেশন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুখী, সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করে।

বিদায় অনুষ্ঠানের ফ্রেমবন্দী কিছু স্মৃতি ঃ

অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি

ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্যতম লক্ষ্য ছিল সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ বছর অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান দাঁড়ায় ৩০ দশমিক ৪২ শতাংশ। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্জনের অভিজ্ঞতার আলোকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে ২০২০ সালে। ২০২০ সাল নাগাদ সার্বিক অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপির ৩৩ শতাংশ। এছাড়া সেবা খাতে ৫৪ দশমিক ১ ও কৃষিতে ধরা হয়েছে ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ। দেশে স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে চলতি বছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৭ শতাংশের উপরে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসে মুদ্রাস্ফীতির হার পয়েন্ট টু পয়েন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ১০ শতাংশে। নভেম্বর মাসে এটি ছিল ৬ দশমিক ০৫ শতাংশ। বিবিএস-এর তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আলোচিত মাসে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতি কমেছে কিন্তু খাদ্য বহির্ভূত পণ্যে মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। নভেম্বর মাসে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫ দশমিক ৭২ শতাংশ এবং খাদ্যবর্হিভূত পণ্যে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ডিসেম্বর মাসে তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫ দশমিক ৪৮ ও ৭ দশমিক ৫ শতাংশে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)- এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, জ্বালানি তেলের দাম ১০ শতাংশ কমানো হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি দশমিক ৩ শতাংশ বাড়বে, মূল্যস্ফীতি কমবে দশমিক ২ শতাংশ ও পোশাক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দশমিক ৪ শতাংশ বাড়বে। এতে জনগণের ভোগব্যয় বাড়বে দশমিক ৬ শতাংশ। তবে সংস্থাটি ডিজেল, কেরোসিন ও ফার্নেস অয়েলের দাম বেশি কমানোর সুপারিশ করেছে। গবেষণা প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, গত ৩০ বছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) ব্যাপক লোকসানের মধ্যে ছিল। দীর্ঘদিন লোকসান অবস্থা থেকে গত অর্থবছর সংস্থাটি ৫ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা লাভ করেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরে বিপিসির মুনাফা ১১ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এখন দশম অবস্থানে। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত ফ্যাক্টবুক-২০১৬ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশে বর্তমানে প্রায় ৭৬ লাখ বাংলাদেশি বাস করেন, তাঁরাই এই বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স দেশে পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশই হলো পৃথিবীর পঞ্চম দেশ, যে দেশের এত বিপুলসংখ্যাক প্রবাসী রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রানীতি বিভাগের সর্বশেষ হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে ডিসেম্বর মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স এসেছে ১৩০ কোটি ৭৮ লাখ মার্কিন ডলার। যা তার আগের মাসের চেয়ে ১৬ কোটি ৫৩ লাখ ডলার বা ১৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ বেশি। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) প্রবাসীদের পাঠানো মোট রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৪৭ কোটি ৯৩ লাখ ডলার। গত ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে প্রবাসীরা ১২৭ কোটি ৫০ লাখ ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন।

চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে প্রথম পাঁচ মাসে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬ দশমিক ৭১ শতাংশ। জুলাই থেকে ডিসেম্বর সময়ে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে প্রায় ১ হাজার ৬০৮ কোটি মার্কিন ডলার। গত অর্থবছরে একই সময়ে আয় ছিল ১ হাজার ৪৯১ কোটি মার্কিন ডলার। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ডিসেম্বরে রপ্তানি আয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এই মাসে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১২ দশমিক ৬৬ শতাংশ। অথচ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৪ দশমিক ৩৩ শতাংশ। গত ছয় মাসের তথ্যে দেখা যায়, উৎপাদনমুখী শিল্পপণ্য খাতগুলোর রপ্তানি আয় বেড়েছে ৯ দশমিক ১৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে তৈরি পোশাকের ওভেনে ১২ দশমিক ৪২ শতাংশ ও নিটে ৬ দশমিক ১১ শতাংশ আয় বেড়েছে। এছাড়া প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি আয় বেড়েছে ২৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ।

মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশি টাকা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে ডলার কিনতে শুরু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ২১৬ কোটি ডলার কিনেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ ও রপ্তানি আয়ের ইতিবাচক ধারা এবং জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্য আমদানিতে খরচ কমে যাওয়ায় ডলারের সরবরাহ বেড়েছে এবং মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকা ক্রমশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। গত ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আন্তঃব্যাংক মুদ্রা বাজারে ১ ডলার কিনতে ৭৮ টাকা ৯৫ পয়সা লাগত যা ডিসেম্বরে ৪৫ পয়সা কমে দাঁড়ায় ৭৮ টাকা ৫০ পয়সা।

বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন কোম্পানিগুলোর প্রকল্প বাস্তবায়নে পুঁজিবাজার থেকে তহবিল সংগ্রহ করার লক্ষ্যে আইসিবি সরকারের সাথে একযোগে কাজ করেছে। এর ফলে বিদ্যুৎ খাতে ঋণ নির্ভরতা কমবে এবং পুঁজিবাজারের বিনিয়োগকারীরাও অনেকাংশে লাভবান হবেন। বর্তমান নীতিমালায় শেয়ার ইস্যু করে এবং বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহ করা যাবে। আর এসব কোম্পানির শেয়ার ইস্যু হওয়াটা বাজারের জন্য ইতিবাচক। এর ফলে দেশের উন্নয়নে পুঁজিবাজারের ভূমিকা বাড়ার পাশাপাশি জিডিপিতে পুঁজিবাজারের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।

সেতু বিভাগের তথ্যমতে, পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের ১৪ শতাংশ কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। এর বেশিরভাগই সংযোগ সড়ক, পুনর্বাসন ও প্রকল্প এলাকার উন্নয়ন কাজ। এখন শুরু হয়েছে মূল সেতু নির্মাণের কাজ। এ পর্যন্ত সব মিলিয়ে প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৩০ শতাংশ। বড় ধরনের কারিগরি সমস্যা কিংবা রাজনৈতিক বিপর্যয় না এলে নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রকল্পের কাজ শেষ করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দেশে বিনিয়োগের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে এবং দেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ১ দশমিক ২ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে অর্থনীতিতে যে গতি এসেছে তাকে আরো বেগবান করার জন্য যদি আমরা সকল ক্ষেত্রে কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিতকরণসহ ব্যাংকিং খাতে ও পুঁজিবাজারে ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারি তাহলে সহজেই আমরা আজকের ২০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে ২০২৫ সালের ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে পারবো বলে আশা করা যায়।

সূত্র: http://www.bb.org.bd

সূত্র: http://www.tradingeconomics.com

পুঁজিবাজার পর্যালোচনা

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ প্রান্তিকের শুরুতে ডিএসই-র ব্রড ইনডেক্স ছিল ৪৮৫৬.৯৭ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন ছিল যথাক্রমে ৩৩৫৯১৬৯.০৪ ও ৪২৪২.৩৯ মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে ডিএসই-র ব্রড ইনডেক্স দাঁড়ায় ৪৬২৯.৬৪তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩১৫৯৭৫৭.৭৫ ও ৪৩৪৩.৯৫ মিলিয়ন টাকায়। পক্ষান্তরে, প্রান্তিকের শুরুতে সিএসসি-র ইনডেক্স ছিল ৯০৪৭.৯৭ যেখানে বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন ছিল যথাক্রমে ২৬৯০৬৩৭ ও ২৬৪.৫১মিলিয়ন টাকা। পরবর্তীতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে সিএসসি-র ইনডেক্স দাঁড়ায় ৮৫৭২.১২তে এবং বাজার মূলধনায়ন ও দৈনিক লেনদেন দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪৯৩৪৮৬ ও ২২৫.৮৫ মিলিয়ন টাকায়।

এক নজরে বাংলাদেশের শেয়ারবাজার : অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫

	ডিএসই					সিএসই				
তারিখ	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	ডিএসইএক্স ইনডেক্স	মোট লেনদেন (সংখ্যা)	মোট লেনদেন (শেয়ার)	মোট লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	সিএসসিএক্স ইনডেক্স
০১-১০-২০১৫	৯৪৮৬৩	১২০৭৮০৬৪৯	৪২৪২.৩৯	৩৩৫৯১৬৯.০৪	৪৮৫৬.৯৭	১২৫৬১	৮৬৮৯৫৩৫	২৬৪.৫১	২৬৯০৬৩৭	৯০৪৭.৯৭
০৮-১০-২০১৫	৮৯৪০৪	১১৬০৩৬৯০৮	৩৬০৭.৭৪	৩২৮১৪৬৯.২৮	৪৭৮১.৩৬	১২০৬০	১০১৯২৬৮৯	৩০৯.৩৯	২৬২০৬৯২	৮৯১৩.২১
১৫-১০-২০১৫	১০৪১৩৫	১১৫০০০১৮৮	৪০৪৪.৯৩	৩২১৩৮৫৬.২৭	৪৬৭৬.৬৩	১৮৯৪০	৮৯০৮৬৬৪	৩৫৫.৪৮	২৫৫৪৯৬৭	৮৭১১.৭১
২১-১০-২০১৫	৮৪৭৫৬	১০৪৯৬৮৮৩০	৩৫৬১.৭৯	৩২২০০১৮.৫৯	৪৬৪৭.৬৮	১১৯৫২	৮৪১৫৬৪২	৩০৬.৩১	২৫৫৮১৯৬	৮৬৩৬.৫৯
২৯-১০-২০১৫	৯১৪৪২	১৪৬৭৫৮৭৩২	৪৫৬০.৪৫	৩১৬৮৯০৭.৮৯	৪৫৬৪.৪৯	১১৮১২	৮৬১৫১০২	২৬৫.৯০	২৫১১৫৩৪	৮৪৯১.৬২
০৫-১১-২০১৫	৮১৯৮৯	৮৫৪৯৪৯৭৪	৩৩৫৪.৬৮	৩১৪৬৬০৭.৪৭	৪৫০২.১৬	১০২৬৭	৬৪৪০৯৯৬	২২৩.৮১	২৪৮৯৪৭৮	৮৩৬৭.৮৬
১২-১১-২০১৫	৮১২৬৬	৮৭৮৭৭২১৩	৩০৪৩.৭৭	৩০৮৪০৭৭.৪৫	৪৪৩৩.৫৮	৯৫৬২	৬৮৮৩৯৭২	২০৪.৪৩	২৪২৬২৫৫	৮২৩২.২৭
১৯-১১-২০১৫	১০৩৬৭৮	১১২৭৩৬৯৩৮	৪০৩৭.৭২	৩১৩৬৯৭৩.০৫	৪৫৩১.৬৩	১২৮৩২	৮৭১৬৬২৫	২৬৬.১৭	২৪৭৫৫৪৫	৮৪১৬.৬৯
২৬-১১-২০১৫	৯৬৩৮৬	১০২৪৬৭০৪৭	৩৪৮২.৭৭	৩১৫০৫৯০.২৩	৪৫৭৩.৭৫	১৪৪৪০	১০২১৫৯৯৫	৩১৮.৬৮	২৪৯৩২৬৩	৮৫০৭.২৩
০৩-১২-২০১৫	১৩৩৮০২	১৪৩৬৮৯৫৯১	৬০৪৪.৫১	৩২০০৬৪২.৫২	৪৬৪১.০৪	১৭০২৫	১০২১৩৫৭২	৩৭৪.২১	২৫৪৪৭৪৬	৮৬৫১.৭৩
১০-১২-২০১৫	১০৫৫৪৯	৯২৫৮২৭৬৬	৩৭৪৩.৫০	৩১৪৭৩৮২.১১	৪৫৮৩.৪২	১৩০৭৯	৮৩৬৪৬৬৩	২৫৬.৭৫	২৪৮৯৮৩৮	৮৫০৫.০৬
১৭-১২-২০১৫	৮২৩৫৩	৬৯৫৭৮৬৫৫	২৮৬৫.৯৪	৩১০৪৮৫৫.৩০	৪৫২০.৮৮	১২৫৪৫	৭০৩২৩৮৯	২১৫.৪৩	২৪৫৪১৩১	৮৩৯৯.১৭
২৩-১২-২০১৫	১০১২৬০	৯৬৬২০৯১৩	৩৯৪৩.৯০	৩১৩৭৫৯১.৯৪	৪৫৮৮.৭৫	১১৮৩৫	৮৫৩০৯৪৪	৩২৭.৫৬	২৪৭৩৩৬৫	৮৫০৮.৭৮
৩১-১২-২০১৫	৯৬৫৩৫	৯৭০৪৭৬৪৯	৪৩৪৩.৯৫	৩১৫৯৭৫৭.৭৫	৪৬২৯.৬৪	১১০৫৭	৭৪০৬৪৯৭	২২৫.৮৫	২৪৯৩৪৮৬	৮৫৭২.১২
দৈনিক গড় (অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৫)	৯৭৩৫৪.২৫	১০১৫৮৩৮০১.৩	৩৮০২.৯৫			১২৭৬১.৯৮	৮৫২৮১৮৭.৯৪	২৭২.৯১		

বাজার মূলধনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

	ডিএসই			সিএসই		
ক্র. নং	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %	কোম্পানির নাম	বাজার মূলধন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার মূলধনের %
১	গ্রামীণফোন লি.	৩৪১৬২৫.৯১	১৩.১	গ্রামীণফোন লি.	৩৪১৭৬০.৯০	১৩.৭৪
২	বিএটিবিসি	১৭৭০৩০.০০	৬.৭৯	বিএটিবিসি	১৭৩৮৫০.০০	৬.৯৯
৩	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.	১৫৮২০৩.৯১	৬.০৭	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লি.	১৫৮২৬৬.৩০	৬.৩৬
৪	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	৮৬৬৩৮.৪৬	৩.৩২	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	৮৬৬৩৮.৫০	৩.৪৮
৫	আইসিবি	৬৭৬৪৭.৬৬	২.৫৯	আইসিবি	৬৭৯০০.৮০	২.৭৩

লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ ৫ কোম্পানি ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫

	ডিএসই			সিএসই		
ক্র. নং	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার লেনদেনের %	কোম্পানির নাম	লেনদেন (মিলিয়ন টাকা)	বাজার লেনদেনের %
১	এমারেল্ড ওয়েল	৭৮.৪৮	১.৮১	বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্	৩৭০.৩৫	৬.০১
২	বেক্সিমকো ফার্মা	৬০.৫২	১.৩৯	রিজেন্ট টেক্সটাইল মিলস্	২২৪.৫০	৩.৬৪
৩	কেডিএস এক্সেসরিস লিমিটেড	৩৪.০২	০.৭৮	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্	২২০.২৫	৩.৫৮
৪	সামিট এ্যালায়েন্স পোর্ট লিমিটেড	৩৩.৩২	০.৭৭	লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট লিমিটেড	১৯২.২৮	৩.১২
৫	কাশেম ড্রাই সেল	২৭.০৫	০.৬২	বেক্সিমকো লিমিটেড	১৯০.৫৩	৩.০৯

সর্বোচ্চ ইপিএস-এর ভিত্তিতে স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যতীত) ডিসেম্বর ২০১৫

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	প্রকৃত ইপিএস (টাকা)	পি/ই
১	বিএটিবিসি	১০৪.৭	২৮.১৮
২	গ্লাক্সোস্মিথক্লাইন	৬৮.৬৩	২৬.২২
৩	স্টাইলক্রাফট	৬২.৫৭	১৪.৪৩
৪	বাটা সু	৫১.২২	২৫.৭৩
৫	বার্জার পেইন্টস	৪৯.৬৪	৩৮.৩৫

সর্বনিম্ন পি/ই-এর ভিত্তিতে তালিকাভুক্ত শীর্ষ ৫ কোম্পানি (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ব্যতীত) ডিসেম্বর ২০১৫

	ডিএসই			সিএসই		
ক্র. নং	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)	কোম্পানির নাম	পি/ই	ইপিএস (টাকা)
১	ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লি.	৩.৫৬	২.৯৮	ফ্যামিলিটেক্স (বিডি) লি.	৩.৫৬	২.৯৮
২	সাউথইস্ট ব্যাংক লি.	৪.২১	৪.১৮	সাউথইস্ট ব্যাংক লি.	৪.২৩	৪.১৮
৩	সি এন্ড এ টেক্সটাইলস্ লি.	৪.৭৮	২.০৯	সি এন্ড এ টেক্সটাইল	৪.৭৮	২.০৯
৪	এক্সিম ব্যাংক লি.	৪.৯৩	১.৭৫	এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক	৪.৯৩	১.৭৫
৫	স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক	৪.৯৭	১.৮৫	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	৫.১৮	২.৭৪

এনএভি-এর ভিত্তিতে শীর্ষ ১০ মিউচ্যুয়াল ফান্ড

ক্র. নং	কোম্পানির নাম	নিট সম্পদমূল্য (টাকা) বাজারমূল্যে	ক্রয়মূল্যে	তারিখ	সমাপনী মূল্য (টাকা) ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫
১	৩য় আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৩৪৭.১৪	৮৮.৮৯	২২.১২.১৫	৩২১.৭
২	৪র্থ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২৪৪.১১	৮০.৪৫	২২.১২.১৫	২৩৯.৩
৩	৫ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২২৪.০৫	৬৬.৩১	২২.১২.১৫	২১২.৪
৪	৭ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৯৪.০৭	৪৩.৭৭	২২.১২.১৫	১১৫.০
৫	৮ম আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৫৮.৪০	৩৫.৪৩	২২.১২.১৫	৭০.৭
৬	৬ষ্ঠ আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	৪৮.৫৯	২৮.৫১	২২.১২.১৫	৬০.৩
৭	এইমস্ ১ম মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২৬.১১	১০.৬০	২৪.১২.১৫	১৯.৭
৮	গ্রামীণ ওয়ান মি. ফান্ড	২৪.৯৭	১০.৯৫	২৪.১২.১৫	১৮.৬
৯	আইসিবি এএমসিএল ১ম এনআরবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড	২১.৩৪	৩২.৩৮	২২.১২.১৫	১৮.৭
১০	গ্রামীণ ওয়ানঃ স্কিম-২ মি. ফান্ড	১৬.৫৭	১০.৬৩	২৪.১২.১৫	৯.৭

সূত্র : www.dsebd.org

তালিকাভুক্ত ৫টি কোম্পানির আর্থিক বিশ্লেষণ

ফার্মাসিউটিক্যাল্স খাতের কয়েকটি কোম্পানি

কোম্পানির নাম	তালিকাভুক্তির বছর	পরিশোধিত মূলধন (মিলিয়ন)	নিট সম্পদমূল্য (শেয়ারপ্রতি)	প্রকৃত ইপিএস	নিট লাভ (নিরীক্ষিত, মিলিয়ন টাকা)	লভ্যাংশ % নগদ	স্টক	সমাপনী মূল্য (৩১.১২.১৫)	পি/ই রেশিও
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল্স লি.	১৯৯৫	৬২৩৬	৪৯.৮৬	৯.৬০	৫৯৮৩.৮১	৩.০০	১.২৫:১০	২৫৩.৭০	২৬.৪৪
রেনাটা লিমিটেড	১৯৭৯	৫৩০	১৫০.৮৬	৩১.৮৭	১৬৮৭.৪৯	৮.০০	১:৫	১২৩৩.১০	৩৮.৬৯
বেক্সিমকো ফার্মা	১৯৮৬	৩৮৬২	৫৪.১৬	৩.৯৬	১৫২৮.৩০	১.০০	১:২০	৮৪.১০	২১.২৫
ম্যারিকো বাংলাদেশ লিমিটেড	২০০৯	৩১৫	৫৪.৩৫	৪২.৬৯	১৩৪৪.৭৭	৪২.৫০	-	১৪২৮.৩০	৩৩.৪৬
ওরিয়ন ফার্মা লিমিটেড	২০১৩	২৩৪০	৬৭.৫০	৪.২৫	৯৯৪.০৯	১.৫০	-	৩৬.৮০	৮.৬৬

সূত্রঃ www.dsebd.org; সিএসই বাজার পরিক্রমা

বিশ্বের কিছু শেয়ার সূচক

		৩১ ডিসেম্বর ২০১৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৫	পরিবর্তন (%)
বাংলাদেশ				
	ডিএসইএক্স	৪৬২৯.৬৪	৪৮৫২.০৮	-৪.৫৮৪৪৩
	সিএসসিএক্স	৮৫৭২.১২	৯০৩৫.১২	-৫.১২৪৪৫
এশিয়া				
টোকিও	নিক্কি ২২৫	১৯০৩৩.৭১	১৭৩৮৮.১৫	৯.৪৬৩৬৮৬
হংকং	হ্যাং সেং	২১৯১৪.৪০	২০৮৪৬.৩০	৫.১২৩৬৯১
বোম্বে	এস অ্যান্ড পি বিএসই সেনসেক্স	২৬১১৭.৫৪	২৬১৫৪.৮৩	-০.১৪২৫৭
সাংহাই	এসএসই কম্পোজিট ইনডেক্স	৩৫৩৯.১৮	৩০৫২.৭৮	১৫.৯৩৩০২
ফিলিপাইনস্	পিএসইআই	৬৯৫২.০৮	৬৮৯৩.৯৮	০.৮৪২৭৬৪
থাইল্যান্ড	এসইটি	১২৮৮.০২	১৩৪৯.০০	-৪.৫২০৩৯
সিঙ্গাপুর	দ্য স্ট্রেইট টাইম ইনডেক্স (এসটিআই)	২৮৮২.৭৩	২৭৯০.৮৯	৩.২৯০৭০৭
শ্রীলংকা	কলম্বো স্টক এক্সচেঞ্জ অল শেয়ার ইনডেক্স	৬৮৯৪.৫০	৭০৫০.৮৭	-২.২১৭৭৪
ইউরোপ				
লন্ডন	এফটিএসই ১০০	৬২৪২.৩২	৬০৬১.৬১	২.৯৮১২২১
ডয়চে বোর্স	ডিএএক্স	১০৭৪৩.০১	৯৬৬০.৪৪	১১.২০৬২২
ইউরো নেক্সট প্যারিস	সিএসি-৪০	৪৬৩৭.০৬	৪৪৫৫.২৯	৪.০৭৯৮৬৯
আমেরিকা				
ইউএসএ	নাসদাক কম্পোজিট	৫০০৭.৪১	৪৬২০.১৬	৮.৩৮১৭৪৪
	ডিজেআইএ	১৭৪২৫.০৩	১৬২৮৪.৭০	৭.০০২৪৬২
	এস অ্যান্ড পি-৫০০	২০৪৩.৯৪	১৯২০.০৩	৬.৪৫৩৫৪৫
ব্রাজিল	বোভেসপা	৪৩৩৪৯.৯৬	৪৫০৫৯.৩৪	-৩.৭৯৩৬২

সূত্র: http://finance.yahoo.com/; http://www.set.or.th/en/market/market_statistics.html; http://www.pse.com.ph/stockMarket/marketInfo-marketActivity.html

নাসদাক প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফর

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আমন্ত্রণে নাসদাকের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে আগমন করেন। ২৫ অক্টোবর ২০১৫ নাসদাক প্রতিনিধি দল ঢাকা আসেন এবং সর্বপ্রথম ডিএসই ব্রোকারস্ অ্যাসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা করেন এবং পরবর্তীতে প্রতিনিধিদল ডিএসই বোর্ড অব ডিরেক্টরস্ এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সাথে ঢাকার লা-মেরিডিয়ান হোটেলে আরো একটি আলোচনা করেন। নাসদাকের তিন সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের মধ্যে ছিলেন নাসদাকের ভাইস চেয়ারম্যান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং নাসদাকের ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর। আলোচনাতে ডিএসই চেয়ারম্যান নাসদাক এবং ডিএসই এর মধ্যে অংশীদারিত্বের কথা বলেন যা শুরু হয়েছিল জুলাই ১৩, ২০১২ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে। তিনি বলেন ডিএসই গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ পরবর্তী প্রজন্মের একটি বাণিজ্যিক সফটওয়্যার চালু করে যেখানে নাসদাক একটি বিশ্বমানের ম্যাচিং ইঞ্জিন সরবরাহ করে।

বিএসইসি এবং এসইবিআই এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ২২ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ, সম্মানিত ভারতীয় হাই কমিশনার এবং সচিবসহ অন্যান্য উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, কমিশনারগণ, নির্বাহী পরিচালক, কমিশনের পরিচালক ও উপ-পরিচালক এবং পুঁজিবাজারের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিএসইসি এর চেয়ারম্যান এবং এসইবিআই এর চেয়ারম্যান সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন পুঁজিবাজারের টেকসই উন্নয়নে এ দুই নিয়ন্ত্রণকারীর প্রতিষ্ঠানের মধ্যে চুক্তি পুঁজিবাজারে নতুন মাত্রা যোগ করবে এবং টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনে করেন যে, শিল্প ও অবকাঠামোসহ অর্থনীতির প্রতি ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার অন্যতম মাধ্যম হলো পুঁজিবাজারে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ। একটি স্বচ্ছ, দক্ষ, স্থিতিশীল, জবাবদিহিমূলক এবং শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণে খুবই সতর্ক ও চিন্তাশীল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে একটি জবাবদিহিমূলক দক্ষ, স্থিতিশীল, শক্তিশালী পুঁজিবাজার গঠনে তাঁর সরকার বিনিয়োগকারীগণের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ এবং আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বিএসইসিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির বাস্তবায়ন করেছে।

মুদ্রাবাজার পর্যালোচনা

সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োচিত নীতি-পদক্ষেপের কারণে দেশের অর্থনীতি ও আর্থিক খাত সুদৃঢ় অবস্থায় রয়েছে। ২০১৫ সালেই বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের পরিচয় লাভ করে। ডিসেম্বর মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৬ দশমিক ১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যা নভেম্বরে ৬ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল অর্থাৎ একমাসে মূল্যস্ফীতি দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে। ডিসেম্বর ২০১৫ খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি কমে ৫ দশমিক ৪৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যা আগের মাসে ছিল ৫ দশমিক ৭২ শতাংশ। আর খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৭ দশমিক ০৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যা আগের মাসে ছিল ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডিসেম্বরে মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে কমে দাঁড়িয়েছে ৫ দশমিক ৫৮ শতাংশ। যা আগের মাসে ছিল ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। আর খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশে। যা আগের মাসে ছিল ৫ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ১০ শতাংশে। যা আগের মাসে ছিল ৬ দশমিক ৭৬ শতাংশ। শহরে সার্বিক মূল্যস্ফীতি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে বেড়ে ৭ দশমিক ০৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যা আগের মাসে ছিল ৬ দশমিক ৮৮ শতাংশ। আর খাদ্য পণ্যের মূল্যস্ফীতি কমে দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ১৪ শতাংশে। যা আগের মাসে ছিল ৭ দশমিক ৪২ শতাংশ। খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬ দশমিক ৯৮ শতাংশে যা আগের মাসে ছিল ৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। উল্লেখ্য, মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকা ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট ২১৬ কোটি ডলার কিনেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে ডলার কেনা গুরুত্বপূর্ণ। রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহের ইতিবাচক গতির কারণে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে। এছাড়া জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্য আমদানিতে খরচ কমে যাওয়াও ডলার সরবরাহ বাড়ার একটি কারণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে টাকার বিপরীতে ডলারের দর ১ টাকা ১৫ পয়সা বেড়েছে। এর পর থেকেই মুদ্রাবাজারে বাংলাদেশী টাকা শক্তিশালী হতে শুরু করে। নভেম্বর ২০১৫ শেষে সাময়িকভাবে ব্যাংকিং খাতে স্প্রেড দাঁড়িয়েছে ৪.৮১ শতাংশে যা গত ২০১৫ শেষে ছিল ৫.০৬ শতাংশ এবং গত আগস্ট ২০১৪ শেষে ছিল ৫.১২ শতাংশ। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নভেম্বর শেষে রেমিট্যান্স ছিল ১১৪২.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যেখানে ২০১৪-১৫ অর্থবছর নভেম্বর মাসে রেমিট্যান্স ছিল ১১৮২.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের প্রত্যাশা, ২০১৬ সালেও বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির ধারা ক্রমগতভাবে বাড়বে। ব্যাংকিং খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনলে আমরা বর্তমানের ২০০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিকে ২০২৫ সালের মধ্যে ৫০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে পারব বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, Monetary Policy Statement, July-December, 2015, Bangladesh Bank.

পাঠশালা

Introduction to Economics – Part 1

The term "Economics" has derived from the Greek word "Oikos" (means "house") and "nomos" (means "rules"); hence, the term Economics means the rules of the house.

In short economics can be described as the study of how scarce resources are allocated or should be allocated.

In broader sense, economics is a social science that seeks to describe the factors which determine the roduction, distribution and consumption of goods and services.

When it becomes a separate subject of study, economics is broadly divided into two types:

1. Microeconomics: The micro aspects of economics which examines how production and consumption are organized. Subject matters of microeconomics include demand supply analysis, consumer behavior, cost analysis etc.
2. Macroeconomics: The macro aspects of economics which considers the determination of aggregate and average figure in the economy. Subject matters of macroeconomics include inflation, growth, employment, investment etc.

Some important topics of discussion in economics are described below:

Demand : Demand is a buyer's willingness and ability to pay a price for a specific quantity of a goods or services. It is the desire for certain goods or services supported by the capacity to purchase it.

Supply : Supply describes the total amount of a specific goods or services which are available to buyers. It can be also described as the total amount of a product (goods or services) available for purchase at any specified price.Supply is determined by (1) Price (2) Cost of inputs (3) Price of other goods.

Goods : A commodity or a physical tangible item that satisfies some human want or need, or something that people find useful or desirable

and make an effort to acquire it. Some classifications of goods are:

*Economic goods: Goods that are scarce (have limited supply in relation to demand) are called economic goods.

*Free goods: Goods whose supply is unlimited and that require neither payment nor effort to acquire (such as air, water etc.) are called free goods.

*Private goods: Product that must be purchased in order to be consumed and whose consumption by one individual prevents another individual from consuming it.

* Public goods: Public goods are that type of goods which is both non-excludable and non-rivalrous in nature so that individuals cannot be effectively excluded from use and use by one individual does not reduce availability to others.

*Giffen goods: Giffen goods is a type of goods for which demand increases as the price increases and demand falls when the price decreases.

*Substitute goods: Substitute goods are those goods that can be used in activities aimed to satisfy the same needs, one in the place of another. Examples of substitutable goods include coal versus natural gas alternative means to power generators for producing electricity.

*Complement goods: Goods whose use is interrelated with the use of an associated or paired goods, such that a demand for one generates demand for the other. If the price of one goods falls and people buy more of it, they will usually buy more of that complementary goods.

To be continued...

অভিব্যক্তি

নিশ্চল মুদ্রাস্ফীতি (Stagflation)

মোহাঃ সামছুল আলম আকন্দ
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ইইএফ রিকভারী ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি।

Stagflation এর সাধারণ অর্থ নিশ্চল মুদ্রাস্ফীতি। এটা বিশেষ করে সামষ্টিক অর্থনীতির Negative Variable। এর মধ্যে দুটি শব্দ আছে। Stagflation শব্দটি Stagnation এবং Inflation শব্দদ্বয়ের সমন্বিত রূপ। অর্থনীতিতে এ শব্দটির তাৎপর্য অনেক। কোন সমাজ বা দেশ এরূপ অবস্থায় উপনীত হলে তখন কর্তৃপক্ষকে এ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। Stagnant অর্থ-বদ্ধ, স্রোতহীন, নিষ্ক্রিয়তা, অপরিবর্তিত, নিরুদ্যম অর্থাৎ অর্থনীতি উৎপাদনহীনতায় ভুগতে থাকে। অপরদিকে সাধারণ অর্থে দাম-স্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাই হল মুদ্রাস্ফীতি। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্নভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমনঃ

*Coulborn এর মতে, "মুদ্রাস্ফীতি এরূপ একটি পরিস্থিতি যেখানে অত্যধিক অর্থ অত্যল্প দ্রব্যসামগ্রীর পেছনে ধাবিত হয় অর্থাৎ Too much money chases too few goods."

*অধ্যাপক পিগুর (Pigo) এর মতে, "যখন উৎপাদন কার্য অপেক্ষা আর্থিক আয় বেশি হারে বৃদ্ধি পায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।"

*কেইনসের মতে, "পূর্ণ নিয়োগ ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ স্থির থেকে মোট চাহিদা বৃদ্ধি দ্বারা যদি দাম-স্তর বাড়ে, তবে তাই হবে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি।"

১৯৭০ এর দশকে অর্থনীতিতে Stagflation ধারণাটি যুক্ত হয়। Stagflation অর্থনৈতিক স্থবিরতা বা বদ্ধাবস্থা নির্দেশ করে। যখন কোন রাষ্ট্রে একই সাথে অধিক বেকারত্ব ও অধিক মুদ্রাস্ফীতি বিরাজ করে অর্থাৎ অধিক বেকারত্ব ও অধিক মুদ্রাস্ফীতির সমন্বিত অবস্থাকে Stagflation বলে। (Stagflation is the combination of high unemployment and high inflation in a stagnant economy.)

সামগ্রিক যোগান হ্রাসের কারণে Stagflation এর সৃষ্টি হয়। শ্রমিকদের চাপে মজুরির পরিমাণ বৃদ্ধিতে ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির ফলে বদ্ধ অর্থনীতিতে সামগ্রিক যোগান বা উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে একে একে নিয়োগ হ্রাস, উৎপাদন হ্রাস, আয় হ্রাস, সঞ্চয় হ্রাস, বিনিয়োগ হ্রাসে অর্থনীতিতে একটা জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। অতি মুদ্রাস্ফীতি ও অতিবেকারত্বের চাপে ভোক্তার নাভিশ্বাস ওঠে। অর্থনীতিতে কর্মচঞ্চলতার পরিবর্তে কর্মবিমুখতা, জনগণের মধ্যে প্রত্যাশার পরিবর্তে হতাশা, হাহাকার, দৈন্য ইত্যাদি পরিদৃষ্ট হয়।

এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার নীতি সংকটে পড়েন। নীতি নির্ধারকগণ যদি বেকারত্ব হ্রাস করতে চান তবে মোট চাহিদা বাড়াতে হবে। তখন আবার মুদ্রাস্ফীতি বাড়বে। অপরদিকে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে মোট চাহিদা কমালে বেকারত্বের হার বাড়বে। আবার আর্থিক নীতির প্রসারণমূলক ও সংকোচনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে এ সংকট থেকে উত্তরণ পাওয়া অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যুগপৎ ব্যবস্থা হিসেবে সরকারের সাথে বেসরকারি অর্থাৎ ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হয়। সরকার ধনী ব্যক্তিদের নিকট হতে প্রগতিশীল হারে করারোপ করতে পারে। অপর দিকে সুদের হার হ্রাসের মাধ্যমে বেসরকারি ঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি করতে পারে। জনগণের হাতে ক্রয় ক্ষমতা পৌঁছে দেবার জন্য সারা বছর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালিতে যেতে পারে। কৃষিখাতে বেশি পরিমাণে ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বাজারে চাহিদা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে। কম আয়, কম সঞ্চয়, কম বিনিয়োগ, কম উৎপাদন, কম নিয়োগ, কম ভোগ এসব চলক গুলোতে ঋণ প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে বেশি উৎপাদন, বেশি নিয়োগ, বেশি ভোগে রূপান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট Stagflation অবস্থা দূরীকরণের প্রয়াস চালানো প্রয়োজন।

আইসিবি সরকারি পর্যায়ের একটি বিনিয়োগ সংস্থা হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় ও ঝুঁকিপূর্ণ নতুন নতুন শিল্পে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্ম প্রয়াস চালাতে সক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছে। বস্ত্র, ঔষধ, জ্বালানি, বৃহৎ শিল্প (জাহাজ তৈরি), অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করে একদিকে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি অপরদিকে সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের মাধ্যমে Stagflation এর সৃষ্টির সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করতে আইসিবি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বিধায় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইসিবির অবদান অনস্বীকার্য।

একটি নিম গাছ

মোছাঃ রনী খাতুন
সিনিয়র অফিসার
প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি।

হেলে পড়েছে দুপুর। সূয্যি সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত অথচ চোখে চরম বসন্ত নিয়ে ঘরে ফেরার আয়োজন করছে একটু একটু করে। আমি নিমা (নিমগাছ) মুখর স্তব্ধতা নিয়ে তা দেখছি। আশৈশব ওকে দেখে আসছি, একটু দাম্ভিক, একটু বেশিই আত্মবিশ্বাসী, তারুণ্যদীপ্ত টগবগে যুবক। মনে হয় সমস্ত শক্তি, সমস্ত সাহস, সমস্ত পারঙ্গমতা নিয়ে ও জন্মেছে। ওর কাউকে ধার ধারার দরকার নেই, দরকার কেনই বা পড়বে। আমার মনে হয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। আর এ জন্যই ও একটু বেশিই অহংকারী। ওকে আমরা সবাই সমীহ করি, সমঝে চলি, একটু ভয়ও পাই। ওকে আমরা কেউ রাগাতে চাই না। যা হোক কি আবোল তাবোল বলছি। আজ না আমার খুব ভাল লাগছে, হালকা হালকা লাগছে, ফুলকো ফুলকো লাগছে। আকাশ পরপর তিন দিন অপত্য স্নেহে আমাকে ধুইয়ে স্নিগ্ধ, সাবলীল, সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে। আমার কচি পাতাগুলো খেলছে, হাসছে, মাতামাতি করছে পবন দেবীর সাথে। সূয্যির সাথে এই তিন দিন পর চোখে চোখ রাখারাখি, একটু হাসি ভালই লাগছে। মনে মনে গাইতে ইচ্ছে করছে.....

* "আহা! আজই এ বসন্তে
কত ফুল ফুটে কত বাঁশি বাজে কত পাখি গায়
আহা! আজই এ বসন্তে।
সুখে আছে যারা, সুখে থাকে তারা
আহা! আজই এ বসন্তে।"

অপেক্ষা করছি কখন আমার সই শশী আসবে। ওর আসার বেশি দেরি নেই, ওর জন্য অপেক্ষা করতে আমার ভালই লাগে। ওর স্নিগ্ধ, সুন্দর, সহাস্য বদনখানি, ওর সুমিষ্ট ব্যবহার, ওর মায়াভরা চাহনি সবই আমার ভাল লাগে। আর ভাল লাগে ওকে আমার শৈশবের কথা বলতে; আমার প্রথম ভাল লাগার কথা, আমার ছোট বেলার দিদি সজনেদিঘির (দিঘি) কথা। মায়ের কথা তেমন মনে নেই আমার। তবে এটুকু মনে পড়ে অনেক বছর আগে ..... তা প্রায় ত্রিশ বছর আগে হবে, এক টিয়াদিদি আমাকে এখানে এনেছিল, এই হিজলদিঘি গাঁয়ে। এখানেই আমি শৈশব পেরিয়ে ধীরে ধীরে যৌবন প্রাপ্ত হয়েছি আরও অনেকের সাথে। আমার আশেপাশে আরও প্রায় একশত সেগুন, মেহগনি, আম, জারুল, কাঁঠাল গাছ ছিল। আমরা সবাই কেউ কারও জাত, সৌন্দর্য্য, সম্পত্তি নিয়ে ভাবিনি। আমাদের সবারই ভাব ছিল বড়দি সজনেদিঘির সাথে। সকাল বিকাল একসাথে আমরা হাসি-তামাসা, ঠাট্টা, খেলাধুলা করতাম বড়দির সাথে। উনি আমাদের পরম আদরে ধুইয়ে দিতেন; আমাদের তেষ্টা নিবারণ করতেন। বড়দির সাথে সবচেয়ে বেশি ভাব ছিল আমার আর আমুর (আমগাছ)। আমরা প্রায় সমবয়সী ছিলামতো, বড়ই কাছাকাছি ছিলাম আমরা। একটু একটু করে কখন যে ও আর আমি এক প্রাণ এক সত্তা হয়ে গেছি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি দু'জনে। একটা পংক্তি আমার খুব ভাল লাগে---

**"আমরা দুজন একটি গাঁয়ে থাকি
সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ।
তাদের গাছে গায় যে দোয়েল পাখি
তাহার গানে আমার নাচে বুক।"

আমি, আমু আর বড়দি-ই বেশি গল্প করতাম। এই নিয়ে কাঁঠাল, সেগুন, মেহগনি, জারুল কম হিংসা করেনি। ২৫ বছর ধরে আমি আর আমু একসাথে ছিলাম। এই দীর্ঘ সময়ে জীবনের কত বাঁক দেখলাম, কত জনের মৃত্যু দেখলাম। এইতো কিছু দিন আগে দিদি মারা গেল। দিদি যখন মারা যাচ্ছিল, দিদির চোখের উপচে পড়া জল আমাদের ভেতর তুমুল হাহাকার ডেকে এনেছিল। আমার ভেতরের আমাকে করেছিল বিদীর্ণ, রক্তাক্ত, অসহায়। সে অনুভূতি অমেয়, অপরিমেয়, অব্যক্ত। দিদির মৃত্যুতে সবচেয়ে বেশি ভেঙ্গে পড়েছিল আমু। দিদির বাড়িতে থাকত এক হাজার ভ্যাঙ্কু পরিবার (ব্যাঙ)। ওদের ছেলেমেয়ে ছোট ছোট হাত পা দিয়ে আমার আর আমুর পায়ে শুড়শুড়ি দিত, খেলত, হাসত, মজা করত, ছুঁয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে লাফিয়ে পড়ত। ওদের সাথে আমুর খুব সখ্য গড়ে উঠেছিল। দিদির মৃত্যু যন্ত্রণা, ভ্যাঙ্কু পরিবারের চিরতরে শেষ হয়ে যাওয়া আমুকে করে তুলেছিল পাগলপ্রায়। ওর ভিতরে তখন থেকেই মৃত্যু ভয় পেয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝেই ও কেমন জানি মনমরা হয়ে বসে থাকত, কি যেন ভাবত সারাক্ষণ, আর লুকিয়ে নিরবে চোখের জল মুছতো। ও প্রায়ই বলত, নিমা... আমাকে কেন জানি এক অজানা ভয় সারাক্ষণ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে, তোমার কাছে বেশি দিন আমি থাকতে পারব না। ওর কথা শুনে আমি খুব রাগ করতাম। কিন্তু কে জানত, ওর আশঙ্কাই এক দিন সত্যি হবে? আচ্ছা! মনে আছে? আমি তোমাদের আগেই বলেছিলাম, আজ আমার খুব ভাল লাগছে। জিজ্ঞাসা করবে না কেন? এই দিনে আমু আমাকে তার ভালোবাসার কথা জানিয়েছিল। মনে পড়ে সেই মিষ্টি বিকেলের কথা, ছায়া ঢাকা সীমানায় ও আমাকে খুব যতনে, সঙ্গোপনে, খুব আস্তে আস্তে বলেছিল আমার প্রতি ওর ভালো লাগার কথা। আমি সে দিন অনেক কেঁদেছিলাম। কি এক আনন্দের হিল্লোল ছুঁয়ে গেছিল আমার সারা দেহে, মনে, শিরায় উপশিরায় তা আজ বোঝাতে পারব না। শুধু এটুকু বলব, অনেক অতৃপ্তি, অনেক আগ্রহ, অনেক আশা নিয়ে আমি এ দিনটা আসার প্রহর গুনেছি ওকে তা কখনও জানতে দেইনি। বহুবার বলতে চেয়েছি কিন্তু বলতে পারিনি। আজ মনে পড়ছে ওর চিরতরে চলে যাওয়ার কথা। আর ব্যথায় আমার সারা বুক কুঁকড়ে উঠছে। সে দিন ওর মৃত্যু যন্ত্রণার তীব্রতা, বাঁচার জন্য ওর প্রাণপণ আকুতি, আর্ত চিৎকার, ওকে করা একটু একটু করে করাল আঘাত, ধীরে ধীরে, খু-উ-উ-ব আস্তে ওর শেষ হয়ে যাওয়া.....উফ্ ..... ওর ব্যথা, ওর যন্ত্রণা আমি আর মনে করতে চাই না। অনেক কাকুতি মিনতি জানিয়েছিলাম দোপেয় প্রাণীদের কাছে। চিৎকার করে, কান্না করে বলেছিলাম দয়া করে ওকে মেরো না। আমাদের সংসারটা ভেঙ্গে দিও না। কেউ কথা শোনেনি আমার। ওকে যখন ওরা একটু একটু করে শেষ করে দিচ্ছিল, ওরা অনেক হাসছিল, গল্প করছিল, গান গাইছিল, আমার

কথা, আমাদের কথা একটুও ভাবেনি। ওরা একটুও আহা করে নি। আমার আর্ত চিৎকার ওদের কানে পৌছায়নি। আমার আমু রেহাই পায়নি ওদের থেকে। শুনেছি ওরা নাকি অনেক অনেক বুদ্ধিমান, অনেক দয়াবান!!!!! এর প্রমাণ সেদিন পেয়েছিলাম। মনে পড়ে মারা যাবার আগমুহূর্ত পর্যন্ত ও আমার দিকে নিষ্পলক তাকিয়েছিল, আমার হাতে হাত রেখেছিল, আমার কচি পাতাগুলোকে ছুঁয়ে ও আদর করছিল। সে কি নিদারুণ যন্ত্রণা! কি ব্যথা! কি আকুলতা! তা কেউ বুঝতে পারবে না, যদি না সে তার আপনজন না হারায়। একটা কথা আছে না ----

***"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে কি পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

প্রার্থনা করি আমার মত কেউ যেন এমন করে তার খুব কাছের, খু-উ-উ-ব আপনার জনকে না হারায়। ওর মৃত্যুর পর আমি একা, বড় একা, খাই-দাই আর প্রেতাত্মার মত ঘুরে বেড়াই। প্রায় একশজনের পরিবারের মধ্যে কেবল বেঁচে আছি আমি, কাঁঠাল, সেগুন আর জারুলরা দুই ভাই। ওরা আমার থেকে অনেক দূরে। আমার এখন আর কোন কিছুই ভালো লাগে না, কোন কাজে মন বসে না, এখন শুধু কাল গুনি। কখন আমার অন্তিম শায়নের সময় হবে, কখন আমাকে ওরা চিরতরে এ সুন্দর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় করে দিবে। এখন শুধু আমি অপেক্ষা করি, শুধুই অপেক্ষা, আমার আর কারও কাছে কোন চাওয়া নেই, দাবি নেই, অভিমান নেই। আমি তৈরি তোমাদের বুদ্ধিদীপ্ত কঠিন - কঠোরতার কাছে, তোমাদের বুদ্ধিদীপ্ত লালসার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করতে। নির্ভয় আমি আজ। খুব বলতে ইচ্ছা করছে---

****"হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি, ছুটিনে কাহারো
পিছুতে;মন নাহি মোর কিছুতেই; নাই কিছুতে।
নির্ভয়ে ধাই সুযোগ-কুযোগ বিছুরি,
খেয়াল খবর রাখি নে তো কোনো-কিছুরই;
উপরে চড়িতে যদি না পাই সুবিধা
সুখে পড়ে থাকি নিচুতেই, থাকি নিচুতে।।

বি:দ্র:
**গীতবিতান- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর;*
*** কবিতা :এক গাঁয়ে- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগন্থ -ক্ষণিকা;*
**** কবিতা : সমব্যথী- কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার;*
***** কবিতা : উদাসীন- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাব্যগন্থ -ক্ষণিকা।*

ডিজিটাল লাইব্রেরি : প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

সায়েদ উল্লা মামুন
লাইব্রেরিয়ান
প্লানিং এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট, আইসিবি।

বর্তমান বিশ্ব দ্রুত পরিবর্তীত হচ্ছে। বিশেষ করে স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময় থেকে বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তিনির্ভর হয়ে পড়ছে। কোন দেশ কত বেশি প্রভাবশালী তা বিবেচনা করা হয় ঐ দেশের অর্থনৈতিক শক্তির উপর ভিত্তি করে। এর ফলে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিধর দেশগুলো থেকে শুরু করে অনুন্নত দেশগুলো পর্যন্ত অর্থনৈতিকভাবে আরো শক্তিধর দেশ হওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে প্রত্যেক দেশ বিদ্যমান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলোর পাশাপাশি নতুন নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার এবং তৈরি করার চেষ্টায় সদা অবিচল। এজন্য দেশগুলো অর্থনৈতিক সংস্কার ও গবেষণার উপর প্রচুর অর্থব্যয় করছে। বিশেষ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার এবং গবেষণার উপর জোর দিতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে যে কোন বিষয়ের গবেষণার জন্য একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি যে কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বায়নের যুগে একটি সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার জন্য কর্মক্ষেত্রের সকল পর্যায়ে ডিজিটাইজেশনের বিকল্প নেই। একটি লাইব্রেরিতে লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনাকে অটোমেটেড এবং ই-লাইব্রেরিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে একত্রে ডিজিটাল লাইব্রেরি বলে। এক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের ডিজিটাল লাইব্রেরি ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য জ্ঞানের সকল স্তরের Resource House হিসেবে কাজ করে।

অটোমেশন বলতে লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্ন মেশিন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিচালিত করা। একটি লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনাকে অটোমেটেড প্রক্রিয়া হল একটি লাইব্রেরির বিভিন্ন কাজ অর্থাৎ এ্যাকুইজিসন, প্রসেসিং, সার্কুলেশন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে বিভিন্ন মেশিন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে পরিচালিত করার পদ্ধতি।

একটি লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনাকে অটোমেটেড করার কাজকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রথম যে জিনিসটি নিয়ে ভাবতে হয় সেটি হল কোন ধরনের সফটওয়্যার ইনস্টল করা হবে। প্রতিষ্ঠানের ধরণ ও আঙ্গিকের উপর নির্ভর করে সফটওয়্যার ইনস্টল করা হয়। বর্তমানে বাজারে অনেক সফটওয়্যার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে যারা প্রতিষ্ঠানের ধরণ ও আঙ্গিকের উপর নির্ভর করে সফটওয়্যার নির্মাণ করে যাকে বলা হয় কাস্টমাইজড সফটওয়্যার। কারণ এই ধরনের সফটওয়্যার একটি প্রতিষ্ঠানের রিসোর্সগুলোর নিরাপত্তা বজায় রাখাসহ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়ে তৈরি করা হয় যাতে অপ্রয়োজনীয় বা অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিস পরিহার করা যায়। তবে এই ধরনের সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে সময়, অর্থ, জনবল এবং পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে বাজারে কিছু প্রচলিত সফটওয়্যার রয়েছে যেগুলোর খরচ কম তাদের মধ্যে কোহা, লিবসিস, গ্রিনস্টোন, লিবিস ইত্যাদি অন্যতম। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সফটওয়্যারটি অটোমেটেড লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে বহুল প্রচলিত তা

হল কোহা (KOHA)। এটি একটি ওপেন সোর্স ইনটিগ্রেটেড লাইব্রেরি সিস্টেম যা ১৯৯৯ সালে নিউজিল্যান্ডের Horowhenua Library Trust Ges Katipo Communications এর যৌথ প্রচেষ্ঠায় তৈরি হয়। বাংলাদেশে যে কয়টি লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনাকে অটোমেটেড করা হয়েছে তার মধ্যে বেশির ভাগ লাইব্রেরিতে কোহা ব্যবহার করা হয়েছে। কোহার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাইব্রেরির বিভিন্ন কাজকে উদ্দেশ্য করে এটি তৈরি করা হয়েছে।

অপরদিকে একটি লাইব্রেরিকে ই-লাইব্রেরিতে রূপান্তর ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। একটি লাইব্রেরিকে ই-লাইব্রেরিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া বলতে বুঝায় লাইব্রেরিকে ই-রিসোর্সে সমৃদ্ধকরণ অর্থাৎ বিভিন্ন ধরণের ই-বুক, ই-জার্নাল, ই-ম্যাগাজিন ইত্যাদি সমৃদ্ধকরণ করার প্রক্রিয়া। এজন্যও বাজারে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সমৃদ্ধ সফটওয়্যার হল ডি-স্পেস। এটিও একটি ওপেন সোর্স সফটওয়্যার। একটি লাইব্রেরিকে ই-লাইব্রেরিতে রূপান্তরের ফলে ব্যবহারকারী তার ডেস্কে বসে অথবা বাসায় বসে লাইব্রেরির রিসোর্স/ডকুমেন্টগুলোর স্টাটাস জানতে ও পড়তে এবং ডাউনলোড করতে পারে। ই-লাইব্রেরির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল লাইব্রেরির ই-রিসোর্সেগুলো পড়তে বা ডাউনলোড করতে লাইব্রেরিতে এন্ট্রি করার প্রয়োজন হয় না। তবে এর কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। কারণ সব ধরণের বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদিকে ইচ্ছা করলেই ই-রিসোর্সে রূপান্তর করা যায় না। যেসব রিসোর্স/ডকুমেন্টগুলো ফি এবং প্রবেশযোগ্যতা আছে সেগুলোকে ই-রিসোর্সে পরিণত করা যায়। অন্যান্য রিসোর্স/ডকুমেন্টগুলো তাদের নিয়ম অনুসরণ করে ই-রিসোর্সে পরিণত করা যায়।

বর্তমানে প্রায় সকল কর্মী তাদের কর্মস্থল এবং বাসায় ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার ব্যবহার করে। ফলে একটি অটোমেটেড এবং ই-লাইব্রেরি জ্ঞানজগৎ এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের মধ্যে সেতু হিসেবে কাজ করে। তাছাড়াও বিভিন্ন কনসোর্টিয়ামের আওতায় দেশ বিদেশের বিভিন্ন লাইব্রেরি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের রিসোর্স, ডকুমেন্ট, গবেষণারিপোর্ট ইত্যাদি পড়তে ও সংগ্রহ করতে পারে। জ্ঞানজগতের সাথে সদা সংযুক্ত একটি কর্মীবাহিনী ঐ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধিতে অনন্য অবদান রাখবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বি. দ্র. অভিব্যক্তি বিভাগের লেখাসমূহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব মতামত।

ইয়াংস্টারস্

Give it a Name

Mashiat Mubasshira
Class-Eleven
Viqarunnisa Noon College, Dhaka

They like to put their feelings into impassioned words,
So we can empathise with them,
Can comprehend the implication of those words,
Which wonderfully lead us to visualize moments,
Which became memories, the writer is left to cherish.
Such stories do bear meanings;
Even if their endings are left to be designed,
Even if they are nothing, but his/her percept with no originality
But, when you wish to write your own story,
You can also give it a delicate perfection;
The kind you like- happy or tragic,
But before marking how far your wends are going to travel
Make sure you can give it a name.
Give a name to the path, you are walking in.
And if you can't even give it a name,
Shouldn't you pen through what you've written?
But, if you know you can't change what you've done to your story,
Turn the page, see if you can get over it and write afresh.
Because, the story which wasn't even cared enough to be given a little,
Wasn't ever worth anyone's hearing, reading nor worth living.

Writer is the Daughter of Ms. Mahmuda Akther,
Assistant General Manager of ICB

বি. দ্র. ইয়াংস্টারস্ বিভাগের লেখাসমূহ সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব মতামত।

আইসিবি পরিক্রমা
সংখ্যা ০৮ | ডিসেম্বর ২০১৫ | পৌষ ১৪২২

- আইসিবিতে ইউনিট ফান্ড ও মিউচ্যুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট লিয়েন রেখে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- আইসিবি ডিবেঞ্চারে অর্থায়ন করে।
- ইক্যুইটির বিপরীতে অগ্রিম প্রদান করা হয়।
- লিজিং-এ আইসিবি দিচ্ছে সর্বোত্তম সেবার প্রতিশ্রুতি।
- বাংলাদেশ ফান্ডে বিনিয়োগ করুন।

যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি,
আসুন এই ব্যাধি নির্মূলে আমরা সকলে মিলে কাজ করি।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

আইসিবি তার কর্পোরেট সুশাসন পরিপালনে এবং জনস্বার্থ সুরক্ষায় অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে শেয়ারমালিক ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডার সর্বোপরি জনসাধারণের আইসিবি সম্পর্কিত যে কোন অভিযোগ, অনুসন্ধান ও পরামর্শ থাকলে তা GRS ফোকাল পয়েন্টকে জানাতে পারেন।

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
(GRS ফোকাল পয়েন্ট)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
ডিসিপ্লিন, গ্রিভেন্স এন্ড আপিল ডিপার্টমেন্ট
বিডিবিএল ভবন (লেভেল-১৪),
৮, রাজউক অ্যাভেনিউ, ঢাকা-১০০০।
Email: agm_discipline@icb.gov.bd
Phone No: 9585092

সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পুঁজিবাজার গঠনে আইসিবি এগিয়ে...